রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ১১, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ কার্তিক, ১৪২২ মোতাবেক ১১ নভেম্বর, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ২৭ কার্তিক, ১৪২২ মোতাবেক ১১ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ২৯/২০১৫

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ড) এর পর নিম্নরূপ দফা (ডড) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ডড) "রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2(xixa) তে সংজ্ঞায়িত registered political party; "; এবং

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(খ) দফা (ঢ) এর প্রান্তস্থিত "দাঁড়ি (।)" চিহ্নের পরিবর্তে "সেমিকোলন (;)" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ দফা (ঢঢ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ঢঢ) "স্বতন্ত্র প্রার্থী" অর্থ এইরূপ কোন প্রার্থী যিনি কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়নপ্রাপ্ত নহেন।"।

৩। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনে নূতন ধারা ১৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৬ক। নির্বাচনে অংশগ্রহণ।—ধারা ৮ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত বা স্বতন্ত্র প্রার্থী হইতে হইবে।"।

৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ দফা (গগ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(গগ) রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়;"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ জাতির গৌরবময় অর্জন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলনের জন্য পবিত্র সংবিধানে, জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে "আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা" র বিধান রয়েছে।

২। দেশে পাঁচ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান যথা- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ দীর্ঘকাল ধরে গ্রাম-শহর-নগর-রাজধানী পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের সেবা প্রদান করে আসছে। এর মধ্যে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এসব নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হলেও বাস্তবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচনে দলীয় ব্যক্তিকে প্রার্থী হিসেবে সমর্থন দিয়ে থাকে। এর বাইরে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

৩। দীর্ঘদিন ধরে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিগণের পক্ষ হতে রাজনৈতিক দলের সরাসরি অংশগ্রহণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচনসমূহ সম্পন্ন করার দাবী উত্থাপিত হয়ে আসছে। জনগণের এই গণতান্ত্রিক প্রত্যাশার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে রাজনৈতিক দলসমূহের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দলীয়ভাবে মনোনীত প্রার্থীগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। এতে প্রার্থীদের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং যথাযথভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার পালনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপরন্তু এই প্রার্থীগণ নির্বাচিত হলে জনগণকে আরও বেশী সেবা প্রদানে তৎপর থাকবেন। এক্ষেত্রে তাঁকে মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দল তাদের নীতি ও আদর্শ বাস্তবায়নে এবং জনস্বার্থ প্রতিপালনে তাঁর কর্মকাণ্ড নজরদারীর আওতায় রাখতে পারবে।

৪। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এ উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণের প্রার্থীতার জন্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের সুযোগ নেই। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ {উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত} এ রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থী মনোনয়নের বিধান যুক্ত করার জন্য আইনের ২ ধারায় "রাজনৈতিক দল" এবং "স্বতন্ত্র প্রার্থী"-র সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। এ ছাড়া, "রাজনৈতিক দল মনোনীত প্রার্থী" বা "স্বতন্ত্র প্রার্থী" কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচন পরিচালনার জন্য "বিধি" প্রণয়নের বিধান সংযোজন প্রয়োজন।

৫। উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণে "উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন)" এর সংশোধনকল্পে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১৫ এর বিলটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd